PRESS INFORMATION BUREAU
GOVERNMENT OF INDIA
GUWAHATI

Culture and Language of North East must be preserved along with Development: Amit Shah

Modi government fully respect Art 371 and there will be no change in it: Home Minister

NE zone has made noteworthy progress during last 5 years compare to the rest of the country in the last 70 years of Independence: Shah

No illegal immigrant will be allowed to stay back in India: Home Minister

The 8 NE states are like Astalakhmi, in future they will play a vital role in the development of the country

30 percent NEC budget will be spent on development of backward regions

There is the need to set targets to ascertain the law and order situation in Northeast by 2022

উন্নয়নের পাশাপাশি ভাষা ও সংস্কৃতিকে অবশ্যই সংরক্ষণ করা উচিৎ ঃ অমিত শাহ

মোদী সরকার সংবিধানের ধারা ৩৭১কে সম্পূর্ণ সম্মান করে এবং তাতে কোনও পরিবর্তন আসবে না: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

স্বাধীনতার শেষ ৭০ বছরের তুলনায় এনই জোন গত ৫ বছরে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে: শাহ

কোনও অবৈধ অভিবাসীকে ভারতে থাকতে দেওয়া হবে না: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

৮টি এনই রাজ্য অষ্টলক্ষ্মীর মতো, ভবিষ্যতে তারা দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে

৩০ শতাংশ এনইসি'র বাজেট পিছিয়ে পড়া অঞ্চলের উন্নয়নে ব্যয় করা হবে

২০২২ সালের মধ্যে উত্তর-পূর্বে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নির্ধারণের উদ্দেশ্যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা দরকার

নয়াদিল্লী, ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯, পিআইবি।।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ আজ গুয়াহাটিতে উত্তর-পূর্ব কাউন্সিলের ৮ম পূর্ণাঙ্গ সম্মেলনের উদ্বোধন করেছেন। এ উপলক্ষে তিনি ভারত রত্ন প্রয়াত ভূপেন হাজারিকার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বক্তব্যের সূচনা করেন। সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, এই দিনটি আজকের জন্য যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে। কারণ এদিনই প্রয়াত ভূপেন হাজারিকার জন্ম হয়েছিল, যিনি তাঁর শিল্প ও সংগীতের মধ্য দিয়ে সমগ্র উত্তর-পূর্বকে বিশ্বের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, ভূপেন হাজারিকা দেশের অন্যান্য অঞ্চলে এমনকি দেশের বাইরেও নিজের বসতি স্থাপনের যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছিলেন। তিনি কিংবদন্তি ছিলেন, যিনি বিভিন্ন ভাষায় সংগীত ও গানের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু কখনও উত্তর-পূর্ব ছেড়ে যাননি। কারণ তিনি মনে করেছিলেন, যদি জন্মস্থান ছেড়ে চলে যান তবে উত্তর-পূর্বের সমৃদ্ধ ও ব্যতিক্রমী ঐতিহ্য, সংস্কৃতি গোটা বিশ্বের সামনে তুলে ধরা সম্ভব হবে না। তিনি আরও যোগ করেন, ভূপেন হাজারিকা তাঁর সারা জীবন উত্তর-পূর্বের সংস্কৃতির রাষ্ট্রদূত হিসাবেই রয়েছেন, এবং এই অঞ্চলের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি আরও সমৃদ্ধ করার অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বর্তমান সরকার তাঁকে ভারতরত্নে ভূষিত করেছে।

ভারতের প্রবৃদ্ধি এবং দেশের উন্নয়নে উত্তর পূর্বাঞ্চল নতুন ইঞ্জিন হতে পারে–প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্যকে তুলে ধরে শ্রী শাহ্ বলেন, দেশের উন্নতিতে এই অঞ্চলের অবদান দেশের অন্য রাজ্যগুলির চেয়েও বেশি হওয়া উচিৎ। তিনি বলেন, উত্তর পূর্ব নিজেই একটি ক্ষুদ্র ভারত যেখানে একদিকে রয়েছে হিমালয় অন্যদিকে রয়েছে বরাক, ব্রহ্মপুত্র এবং ইম্ফল ভ্যালির মত বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য। এই অঞ্চলের সম্ভাবনার কথা তুলে ধরতে গিয়ে তিনি বলেন, উত্তর পূর্বাঞ্চলে রয়েছে দেশের ৯ শতাংশ ভূমি যেখানে রয়েছে মোট ৫ কোটি জনসংখ্যা, অর্থাৎ দেশের মোট জনসংখ্যার ৩.৭৮ শতাংশ। কৌশলগত দিক থেকেও এই অঞ্চলের গুরুত্ব রয়েছে অনেক যেখানে ৫৩০০ কিলোমিটার আন্তর্জাতিক সীমানা রয়েছে। উত্তরপূর্বের সাংস্কৃতিক বৈচিত্রের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে শ্রী শাহ বলেন, এখানে প্রায় ২৭০টি জনগোষ্ঠী রয়েছে এবং ১৫০টি উপভাষা রয়েছে। সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজকর্ম এবং উদ্যোগ এই অঞ্চলের সমৃদ্ধ সংস্কৃতিকে সংরক্ষিত রাখার উদ্দেশ্য নিয়ে করা উচিত। তিনি বলেন, ভারতের পরিচিতি কখনোই ভূ–রাজনৈতিক নয়, তা হলো ভূ–সাংস্কৃতিক এবং এই নীতি গ্রহণ করলে গোটা ভারত থেকে উত্তর পূর্ব কখনোই বিচ্ছিন্ন হতে পারবে না। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে দ্রুত উন্নয়নের পরেও উত্তর পূর্বের সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত পরিচয় সংরক্ষণ করা উচিত।

মহাভারতের উদ্ধৃতি তুলে ধরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, উত্তর পূর্ব এবং বাকি ভারত প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই সংযুক্ত রয়েছে এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে তা কখনোই বিচ্ছিন্ন হবে না। শ্রী শাহ বলেন, উত্তর পূর্বাঞ্চল উন্নত, সমৃদ্ধ এবং ভারতের গর্ব হয়ে উঠবে। স্বাধীনতার ৭০ বছরের তুলনায় গত ৫ বছরে উত্তর পূর্বাঞ্চলে অনেক উন্নয়ন হয়েছে। ২০১৪ সালে যে উন্নয়নের ধারার সূচনা হয়েছে তা ২০২২ সালের মধ্যে সম্পূর্ণ হবে। তিনি বলেন, ৮টি উত্তর পূর্বের রাজ্য অষ্টলক্ষ্মীর মতো এবং দেশের উন্নয়নে তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

শ্রী শাহ ঘোষণা করেন, উত্তর পূর্ব কাউন্সিল তার তহবিলের ৩০ শতাংশ অগ্রাধিকার ক্ষেত্র এবং সমাজের বঞ্চিত সম্প্রদায়ের জন্য নির্দিষ্ট করবে। শ্রী শাহ বলেন, প্রতিটি রাজ্য সেই সমস্ত গ্রাম বা অঞ্চলগুলি চিহ্নিত

করবে যা বিভিন্ন সূচকে পিছিয়ে রয়েছে এবং এই অঞ্চলগুলিকে দেশের অন্যান্য অংশের সাথে সমান করে তুলতে কাজ করবে। তিনি আরও যোগ করেন, যতক্ষণ না গোটা রাজ্য অন্য অংশের সাথে সমান অগ্রগতি না করে ততদিন অবধি এই বৃদ্ধির গল্প সম্পূর্ণ হবে না।

মন্ত্রী বলেন, উত্তর পূর্বাঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা রচনা ও বাস্তবায়নের জন্য ১৯৭১ সাল থেকে এনইসি নোডাল এজেন্সি হিসাবে কাজ করছে এবং ২০২২ সালে তার ৫০ বছর পূর্ণ হবে যখন ভারত স্বাধীনতার ৭৫ তম বর্ষ উদযাপন করবে। ২০২২ সালের মধ্যে উত্তর পূর্বাঞ্চলকে সমৃদ্ধ করে তুলতে এনইসিকে একটি রোডম্যাপ তৈরি করতে হবে। ২০২২ সালের মধ্যে আইন শৃঙ্খলার উন্নয়নের জন্য লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করতে এবং এই অঞ্চলের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও ভাষাকে সমৃদ্ধ করে তোলার জন্য লক্ষ্য স্থির করতে বলেছেন তিনি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতার আগে উত্তর পূর্বাঞ্চল দেশের সবচেয়ে বড় জিডিপি'র অংশ ছিল এবং সেই দিনগুলি ফিরিয়ে আনতে আজ আমাদের সকলের উদ্যোগ আবশ্যক। বনায়ন, জৈব চাষের বিকাশ, হারানো ভাষা পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা এবং উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলির মধ্যে আন্তঃরাজ্য বিরোধ নিষ্পত্তি করার দিকে এনইসির মনোনিবেশ করা উচিত বলে মন্তব্য করেন তিনি।

বাংলাদেশের সাথে স্থলসীমান্ত চুক্তি সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শ্রী শাহ বলেন, এই যুগান্তকারী সিদ্ধান্তের ফলে কলকাতা এবং ঢাকা বন্দরগুলির মধ্যে পুনরায় যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব হবে। স্বাধীনতার পূর্বে এই বন্দরগুলি উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের বাণিজ্য ও বাণিজ্যের প্রবেশদ্বার হিসাবে কাজ করতো। এই রুট দিয়ে বাণিজ্যের রাস্তা উন্মোচিত হলে উত্তর-পূর্বের বিশাল প্রাকৃতিক সম্পদকে ভিত্তি করে এই অঞ্চলটি আবারও দেশের জন্য জিডিপির শীর্ষস্থানীয় অবদানকারী হতে পারে। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার ২০২২ সালের মধ্যে এখানকার আটটি রাজ্যকে রেলপথ এবং বিমানের মানচিত্রে আনার লক্ষ্যমাত্রাও নির্ধারণ করেছে।

শ্রী শাহ বলেন, জম্মু ও কাশ্মীরে অনুচ্ছেদ ৩৭০ বাতিল করার পরে কিছু ভুল তথ্য ছিল যে অনুচ্ছেদ ৩৭১ ও পরিবর্তন করা হবে। তিনি দৃঢ়তার সাথে জানান, কেন্দ্র অনুচ্ছেদ ৩৭১কে সম্মান করে এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলের জন্য এই বিশেষ বিধানের অনুচ্ছেদে স্পর্শ করবে না। তিনি অনুচ্ছেদ ৩৭০ এবং ৩৭১ এর মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা করেছেন যা উত্তর-পূর্বের জন্য বিশেষ বিধান রয়েছে। শ্রী শাহ যোগ করেন– "আমি সংসদে স্পষ্ট করে দিয়েছি যে এটি হবে না এবং আমি আজ অসমে আট রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে এটি পুনরায় স্পষ্ট করে দিচ্ছি।'

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে শ্রী শাহ বলেন, ত্রয়োদশ অর্থ কমিশন থেকে চতুর্দশ অর্থ কমিশনে এনইসি-র বাজেটের ১.৫ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে। অর্থাৎ ত্রয়োদশ কমিশন যেখানে ৩৩৭৬ কোটি টাকা দিয়েছিল তা বেড়ে হয়েছে ৫০৫৩ কোটি টাকা। এই অঞ্চলের অগ্রগতির জন্য বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের কথা উল্লেখ করে শ্রী শাহ বলেন, ৫৫৮টি প্রকল্পের মধ্যে ৩৫২ টি প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে, ৯৯৭ কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে, ২৪৮০ কিমি ট্রান্সমিশন লাইন সম্পন্ন করা হয়েছে, নীতি ও গবেষণার জন্য এপিজে আবদুল কামাল কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে, বগিবেল সেতু সম্পন্ন হয়েছে এবং ডোনারের আওতাধীন উত্তর-পূর্ব সড়ক সেক্টর উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ১৪০০ কোটি টাকা অনুমোদিত হয়েছে। আসামে এনআরসি-র সাম্প্রতিক প্রকাশনা প্রসঙ্গে বক্তৃতাকালে শ্রী শাহ সময়মত প্রক্রিয়া সমাপ্তির জন্য সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন এবং তিনি আরও যোগ করেন, সরকার কোনও একক অবৈধ অভিবাসীকে দেশে ফিরে থাকতে দেবে না।

শ্রী শাহ বলেন, শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে উত্তর-পূর্ব উন্নয়নের পথে অবিচ্ছিন্নভাবে অগ্রগতি করছে যার ফলস্বরূপ একসময়ের বন্ধ, অবরোধ, চরমপন্থা, অস্ত্র পাচার এবং দুর্নীতির মত নেতিবাচক বিষয়গুলি এখন

পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, জৈব চাষ, কৃষিকাজ, ক্রীড়া, সংযোগ এবং আইন পূর্ব নীতি হিসাবে পরিচিতি পেয়েছে। তিনি সমস্ত রাজ্যকে বাঁশ চাষে বেশি বিনিয়োগ করতে আহ্বান জানান। তা হলে এক কোটি টাকার আমদানি রদ করা সম্ভব হবে বলে উল্লেখ করেন।

কেন্দ্রীয় ডোনার মন্ত্রী ডঃ জীতেন্দ্র সিং বলেন, উত্তর পূর্বাঞ্চল থেকে দেশের বাকি অংশের অনেক কিছুই শেখার রয়েছে এবং উত্তর পূর্বকেও দেশের অন্যান্য অংশ থেকে শেখা উচিত। গত পাঁচ বছরে উত্তর-পূর্ব আরও ফোকাসে এসেছে এবং এটি সম্ভব হয়েছে কারণ সরকার আসলে সেই দিকে এগিয়ে চলেছে। তিনি বলেন, প্রতি পাক্ষিকের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে একজন মন্ত্রী মানুষের কথা শোনার জন্য এবং এই অঞ্চলটি প্রতিটি ক্ষেত্রে উন্নত হয়েছে কি না তা নিশ্চিত করতে উত্তর-পূর্বের একটি রাজ্য পরিদর্শন করছেন। উত্তর-পূর্বের উন্নয়নের জন্য সরকারের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করে ডঃ সিংহ বলেন, উত্তর-পূর্ব কাউন্সিলকে ২০১৯-২০ সালের জন্য সর্বোচ্চ বাজেট ১৪৭৬ কোটি টাকার বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

ডঃ সিং বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে সরকারের গত পাঁচ বছরে সরকারের অন্যতম বড় সাফল্য হ'ল যে উত্তর-পূর্বের শিক্ষার্থীদের দেশের বিভিন্ন স্থানে ছাত্রাবাস ও অন্যান্য উপায়ে ব্যয়বহুল জীবনযাপনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। । তিনি জানিয়েছেন, ছাত্রীদের জন্য একটি উত্তর-পূর্ব হোস্টেল বেঙ্গালুরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের মধ্যেই স্থাপন করা হয়েছে। একইভাবে, জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয় (জেএনইউ) এর ক্যাম্পাসের ভিতরে একটি একটি উত্তর-পূর্ব হোস্টেল নির্মাণাধীন। তিনি আরও বলেন, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের রোহিণীতে উত্তর-পূর্বের শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রেও একই রকম হোস্টেল চালু করা হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের স্টার্ট আপ ইন্ডিয়া, স্ট্যান্ড আপ ইন্ডিয়ার মত বিভিন্ন প্রকল্পে এই অঞ্চলের বিভিন্ন উদ্যোগের প্রসঙ্গও তুলে ধরেছেন তিনি এবং একটা সময় উত্তর পূর্বাঞ্চল দেশের যুবকদের জন্য প্রিয় ঠিকানা হয়ে উঠবে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

উল্লেখ্য, এনইসি'র এই বৈঠকে বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী, উত্তর পূর্বাঞ্চলের সাংসদ এবং ডোনার মন্ত্রক ও রাজ্য সরকারগুলির বরিষ্ট আধিকারিকরাও অংশ নিয়েছেন।

*****

SK/DM/Agt....08-09-2019.....Word- ... 1420